

বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক (বাউইন) ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর উদ্যোগে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে পানি খাতে কার্যরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কের সদস্যরা গবেষণা, প্রচার এবং বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের মাধ্যমে পানি খাতে শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

প্রেক্ষাপট

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ও বার্লিন ভিত্তিক ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক (উইন) সচিবালয় যৌথভাবে ৩-৭ নভেম্বর ২০০৭ সালে ঢাকায় পানি খাতে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচারের উপর দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করে। তার প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক (উইন) ও পানি খাতের অন্যান্য সংস্থার সমন্বয়ে বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক (বাউইন) প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে গবেষণা, প্রচারণা, পলিসি এডভোকেসি, প্রতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা ইত্যাদির মাধ্যমে পানি খাতে শুদ্ধাচার প্রবর্তিত করা। বাংলাদেশ সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে টিআইবি ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক (উইন) এর সহায়তায়, বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক এর ব্যানারে ২০১৪-২০১৬ সালে বাস্তবায়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাউইনের এই কর্মসূচী এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে পানি খাতে শুদ্ধাচারের জন্য বাউইনের নিজস্ব কর্মসূচীর পাশাপাশি টিআইবির জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন কার্যক্রম এবং নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত ব্লু গোল্ড প্রকল্প ও ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আওতায় সম্পূরক কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়। বিশেষ করে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দেশে এই ধরনের প্রকল্পে পানি খাতে শুদ্ধাচার কর্মসূচীতে চলমান কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে অংশীজনের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করা হবে।

ভিশন

বাউইনের ভিশন হচ্ছে পানি খাতে শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বসাধারণ বিশেষ করে দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য পানি প্রাপ্তির অধিকার এবং এ খাতে সুশাসন নিশ্চিত করা।

মূল্যবোধ

বাউইনের মূল্যবোধ হলো স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, শুদ্ধাচার এবং সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা। এই নেটওয়ার্ক সরকার এবং সরকারের বাইরে বাস্তবায়নরত সকল উদ্যোগের তথ্য সকলের জন্য প্রাপ্তি এবং সকল অংশীজনের বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পানি খাতে সুশাসন সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কাজ করে।

উদ্দেশ্য

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাউইনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :

- সরকারের নীতি এবং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার মান উন্নয়নের মাধ্যমে পানি খাতে শুদ্ধাচার আনয়নে জনগণের মধ্যে চাহিদা ও সমর্থন সৃষ্টি করা।
- জ্ঞান এবং তথ্যভিত্তিক এডভোকেসি, প্রচার এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারের নীতি, কার্যক্রম এবং তা পরিচালনায় পরিমাপযোগ্য স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা উন্নত করতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে সাহায্য করা।
- পানি খাতে সেবার মাত্রা এবং গুণগত মানের পরিবর্তন বিশেষ করে সমাজের দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্টিগ্রিটি নেটওয়ার্ক ব্রীফ**কৌশলগত উদ্দেশ্য**

বাউইনের কৌশলগত লক্ষ্য হচ্ছে শক্তিশালী জ্ঞান ও তথ্য ভিত্তিক স্বাধীন বস্তুনিষ্ঠ চাহিদার বিকাশ ও সম্প্রসারণ করা, যা অন্যান্য অংশীজনের অংশীদারিত্ব ও সদস্যভুক্তির মাধ্যমে পানি খাতে শুদ্ধাচারের জন্য সহায়ক হবে।

কৌশলগত উদ্দেশ্য ১ঃ পানি খাতে শুদ্ধাচার চর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি

- পানি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাতের বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রশিক্ষক এবং সহায়ক অনুঘটক প্যানেল তৈরি;
- প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টজনের দক্ষতা গড়ে তোলা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য ২ঃ পানি ব্যবস্থাপনায় শুদ্ধাচার চর্চা উন্নীত করা

- জোট এবং অংশীদারিত্ব উন্নয়নের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনায় শুদ্ধাচার উন্নীত করা;
- পানি খাতে শুদ্ধাচারের ভিত্তি জরিপ ও অংশীজনের ম্যাপিং, ঝুঁকি ও সুযোগ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদ খাতের দুর্নীতির ঝুঁকি চিহ্নিত করা ও তা প্রতিরোধের সুযোগ সৃষ্টি করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য ৩ঃ জাতীয় পর্যায়ে এডভোকেসি

- সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিতে পানি খাতে শুদ্ধাচার অন্তর্ভুক্তি ও ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান ও নীতি নির্ধারকদের সাথে এডভোকেসি করা।

কৌশলগত উদ্দেশ্য ৪ঃ গবেষণা, যোগাযোগ ও সচেতনতা বৃদ্ধি

- পানি খাতে শুদ্ধাচারের উপর সচেতনতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা এবং খাত ওয়ারী অংশীজন ও নাগরিকদের সাথে প্রাপ্ত জ্ঞান/ তথ্য-উপাত্ত বিনিময় করা;
- পানি খাতে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও টুল'-স প্রণয়ন এবং তা প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবর্তন মুখী যোগাযোগ ও সচেতনতা তৈরি করা।

কার্যক্রম

বাউইন যেসকল ধারাবাহিক কর্মসূচী গ্রহণ করবে তা থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক উদ্যোগের মধ্যে রয়েছেঃ

- নগরে পানি ব্যবস্থাপনায় শুদ্ধাচার চর্চা (ঢাকা ওয়াসার সাথে সমন্বিত উদ্যোগ);
- ওয়াশ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার কৌশল (ওয়াশ এলায়েন্স ও তাদের স্থানীয় সহযোগী সংস্থা সাথে যৌথ কার্যক্রম);
- নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় ব্লু গোল্ড প্রকল্প ও ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এ অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য পানি খাতে শুদ্ধাচার চর্চা বৃদ্ধি করা;
- টিআইবির জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন কার্যক্রমের সাথে যুগপতভাবে পানি ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্পসমূহে শুদ্ধাচার চর্চা শক্তিশালী করা।

বাউইনের প্রত্যাশা, এই নেটওয়ার্কের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক এবং ব্যক্তিগত ভাবে সম্পৃক্ত সদস্যগণ তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে পানি খাতে শুদ্ধাচার, সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনে সাফল্য অর্জন করবেন।

বাউইন সচিবালয়:

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

বাড়ী-১৪১, সড়ক-১২, ব্লক-ই

বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ

ফোন: +৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৪৯০, ৯৮৫৪৪৫৬

ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১

ইমেইল: ccbawin@ti-bangladesh.org

ওয়েবসাইট: <http://www.ti-bangladesh.org>

